দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 07 NOV 2017 ……
পৃঃ … কলাম … ……

ক্যাম্পাসের নিরাপত্তা ও ভাবগাম্ভীর্য

নিরাপদ ক্যাম্পাসের দাবিতে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা আন্দোলন করিতেছিল। পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরাও নিজেদের মতো করিয়া একই ধরনের আন্দোলন শুরু করিয়াছেন। একটি অনভিপ্রেত সংঘর্ষের ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া এই আন্দোলনের সূত্রপাত হইলেও এই দাবির পক্ষে সাধারণ শিক্ষার্থীদের অকুণ্ঠ সমর্থন রহিয়াছে বলিয়াই প্রতীয়মান হয়। প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের প্রধান দাবিগুলি হইল—পলাশীর মোড়ে ও বকশীবাজার মোড়ে সিসিটিভি ক্যামেরা স্থাপনসহ ফটক নির্মাণ করিতে হইবে এবং ইতিপূর্বে শিক্ষার্থীদের নিপীড়নের সহিত জড়িত স্টাফ কোয়ার্টারের সকল মাদক ব্যবসায়ী ও তাহাদের পরিবারকে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় হইতে উচ্ছেদ করিতে হইবে ইত্যাদি। ইতিবাচক বিষয় হইল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ শিক্ষার্থীরাও নিরাপদ ক্যাম্পাসের দাবি তুলিয়াছেন। তাহাদের দাবির মধ্যে রহিয়াছে ক্যাম্পাসে বহিরাগত প্রবেশ নিরুৎসাহিতকরণ, অননুমোদিত যানবাহন প্রতিহতকরণ ও শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ।

দুই বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ শিক্ষার্থীদের দাবিই যৌক্তিক। যেকোনো বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস হইতে হইবে নিরাপদ, বহিরাগতের উপদ্রবমুক্ত এবং অবশ্যই উটকো লোক, বিশেষ করিয়া ভবঘুরে ও মাদকাসক্তমুক্ত। কিন্তু পড়াশুনার যেইরূপ পরিবেশ থাকা প্রয়োজন, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে তাহা সঠিকভাবে নাই। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় যেন পুরা শহরের এক পর্যটনকেন্দ্র। দিন গড়াইলেই শহরের নানান প্রান্ত হইতে এইখানে বৈকালিক ভ্রমণে বিপুল সংখ্যক মানুষের আগমন ঘটে। দিনভর বিচিত্র যানবাহন ইহার মধ্য দিয়া চলাচল করে। তাহাদের হর্ন ও যান্ত্রিক গর্জনে ক্যাম্পাসের ভাবগাম্ভীর্য বিঘ্নিত হয়। প্রায় একই কথা প্রযোজ্য প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে। যানবাহন ও বহিরাগত-মাদকসেবীদের উপদ্রবে তাহাদেরও পড়াশুনার পরিবেশ যে বিঘ্নিত হইতেছে তাহাতে সন্দেহ নাই।

একটি মুশকিল অবশ্য রহিয়াছে এইক্ষেত্রে। এই দুই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ঢাকা শহরের একেবারে কেন্দ্রে অবস্থিত। ইহাকে অতিক্রম করিয়া গিয়াছে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সড়ক, যেই সড়কগুলি সচিবালয় বা মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকার সহিত ধানমন্ডি-মোহাম্মদপুর-আজিমপুরের ন্যায় আবাসিক এলাকাকে যুক্ত করিয়াছে। এই রাস্তাগুলিকে পুরাপুরি বন্ধ করিয়া দিলে পুরা শহরই অচল হইয়া পড়িবে। অন্যদিকে এই অঞ্চলেই রহিয়াছে শহরের গুরুত্বপূর্ণ কতকগুলি স্মৃতিফলক—যেমন শহিদ মিনার, অপরাজেয় বাংলা, রাজু ভাস্কর্য ইত্যাদি। রহিয়াছে জাতীয় কতগুলি প্রতিষ্ঠান, যেমন—জাতীয় জাদুঘর, পাবলিক লাইব্রেরি, বাংলা একাডেমি, শিশু একাডেমি ইত্যাদি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসি তো একসময় পুরা শহরের সাংস্কৃতিক কেন্দ্রই ছিল। আবার জাতীয় দিবস, যেমন—একুশে ফেব্রুয়ারি, পহেলা বৈশাখ এসব পালিত হয় এই অঞ্চলেই। মাসব্যাপী বইমেলা অনুষ্ঠিত হয় এইখানেই। তাই এই অঞ্চলে শহরের মানুষের চলাচল একেবারে বন্ধ করিবার উপায় নাই। প্রচেষ্টা থাকিতে হইবে এই চলাচল সীমিত রাখিবার এবং বহিঃস্থ উপকরণগুলি যেন অভ্যন্তরীণ জরুরি বিষয়গুলি বিনষ্ট করিতে না পারে সেইদিক সজাগ দৃষ্টি রাখিবার। যেমন বহিঃস্থ যান চলাচল দিনের নির্দিষ্ট সময়ের জন্য উন্মুক্ত রাখা যাইতে পারে এবং বাকি সময় সীমিত রাখা যাইতে পারে। বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারের সদস্যদের পরিচয়পত্র ঝুলাইয়া রাখিবার প্রচলন করা যাইতে পারে, তাহা হইলে অনাকাঙ্ক্ষিত লোকজনকে সহজেই চিহ্নিত করা যাইবে। ছাত্রাবাসগুলি অবশ্যই বহিরাগতমুক্ত করিতে হইবে। এই সকল কিছুই নিরাপদ ও নির্বিঘ্ন ক্যাম্পাসের ধারণার সহিত প্রাসঙ্গিক—যাহা এড়াইয়া যাইবার উপায় নাই।

সিস্টেম ম্যানেজার
সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট
প্রশাসনিক কর্মকর্তা
কার্যার্থে/অবগতার্থে